**মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এম,পি, এর সাথে ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎকালে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর নব-নির্বাচিত সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান খান-এর বক্তব্য। তারিখ ঃ ২১ জানুয়ারী, ২০১৪ ইং ।**

---

**বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম,**

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এম,পি;
- সম্মানিত ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ;
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ;
- প্রিন্ট এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিক বন্ধুগণ;

**আসসালামু আলাইকুম,**

**মাননীয় মন্ত্রী,**

প্রথমেই আপনাকে ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করায় ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর পক্ষ হতে আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। সেই সাথে অত্যন্ত ব্যস্ততার মাঝেও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার জন্য সময় দেয়ায় আপনাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

**মাননীয় মন্ত্রী.**

দেশের বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিত্বকারী অন্যতম বাণিজ্য সংগঠন হিসেবে ডিসিসিআই এর পক্ষ হতে ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত সমস্যা এবং তার প্রতিকারের বিষয়ে আপনার সদয় অবগতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপস্থাপন করছি ঃ

- নতুন সরকার গঠনের মাধ্যমে আপাততঃ রাজনৈতিক পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। নব-নির্বাচিত সরকারকে আপনার মাধ্যমে একান্ত ধন্যবাদ জানাই। আমরা ব্যবসায়ী সমাজ চাই দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে একটি দীর্ঘ মেয়াদী সমাধান আশা করি যাতে আমাদের বিনিয়োগ নিশ্চিত হয় এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কোন প্রভাব না পারে।

- ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জন্য ৭.২ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে যা অর্জন করতে হলে স্থানীয় ও বিদেশী দু' ধরনের বিনিয়োগকারীদেরই আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে।

- ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী জিডিপিতে বিনিয়োগের অবদান বর্তমানের ২৬.৮ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ৩২.৫ শতাংশে উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে যা বাস্তবায়নে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা একটি অপরিহার্য শর্ত।

- বর্তমানে GDP তে রপ্তানীর অবদান প্রায় ২০.২৪ শতাংশ, যা আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে ২২ শতাশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে, বিদেশে ক্রেতাদের কাছে আমাদের

ভাবমুর্তি সুপ্রতিষ্ঠিত এবং তাদের confidence ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সব ধরনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে অবিলম্বে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনগুলোকে নির্দেশ প্রদান করা দরকার।

- বাংলাদেশী পণ্যের আমেরিকার বাজারে জিএসপি সুবিধা পুনর্বহাল করা এবং রপ্তানীযোগ্য সকল পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে জরুরী ভিত্তিতে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

- সাম্প্রতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের সার্বিক দিক বিবেচনায় ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ তৈরি এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে আলোচনার মাধ্যমে সরকার স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘ মেয়াদী একটি Comprehensive Action Plan তৈরী করতে পারে, যাতে ব্যবসায়ীদের আস্থা ফিরে আসে। ঢাকা চেম্বারের পক্ষ হতে আমরা এ ক্ষেত্রে সরকারকে সব ধরনের সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দিতে চাই।

- ঢাকা চেম্বারের নব-নির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদ দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরন এবং তার আশু সমাধানের উপায় খুঁজে বের করার লক্ষ্যে আপনার যেকোন সুবিধাজনক সময়ে সৌজন্য সাক্ষাতে আগ্রহী। এ ব্যাপারে আপনার সদয় সম্মতি কামনা করছি।

- সাম্প্রতিক কালের রাজনৈতিক পরিস্থিতি Cost of Doing Business এর ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে বিশেষ করে খাদ্য পণ্যের মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর ২০১৩ তে ৯% দাঁড়িয়েছে, বিগত বৎসরে এ সময়ে যার পরিমান ছিল ৫.২৮% । কৃষি খাতের Supply Chain এর উপর সর্বাধিক impact হয়েছে, অন্যদিকে ব্যবসায় খাতে মন্দা দেখা দেয়ায় কর্মসংস্থান এর উপর প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাই ব্যবসায়ী সমাজের পক্ষ হতে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস ও অন্যান্য বিষয়ে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অবিলম্বে আন্তঃ মন্ত্রণালয় সমন্বয় সভা এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যবসায় উদ্যোক্তাদের একটি বৈঠক অনুষ্ঠান প্রয়োজন যাতে উৎপাদন খরচ হ্রাস করার নির্মিত্তে বাস্তবায়নযোগ্য কিছু পদক্ষেপ অবিলম্বে গ্রহণ করা যায়।

**মোহাম্মদ শাহজাহান খান**
**সভাপতি**
**ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)**

**২১ জানুয়ারী, ২০১৪ ইং**